**HEALTH**

Support to Bangladesh Host Communities and Institutions in the Rohingya Refugee Response

ISCG INTER SECTOR COORDINATION GROUP

| স্থানীয় জনগোষ্ঠির জন্য পরিকল্পনা ও কার্যক্রম | হালনাগাদ: ৭ই মে ২০১৮ |
|---|---|
| জেআরপি-র উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা | লক্ষিত সুবিধাভোগীর সংখ্যা: ১,৩০০০,০০০ |

যন্ত্রপাতি, প্রশিক্ষণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতার মাধ্যমে সরকারী স্বাস্থসেবার শক্তিশালীকরণ জেআরপি-র অন্যতম পরিকল্পনা। ল্যাবরেটরির সক্ষমতাসহ কক্সবাজার জেলা হাসাপাতাল, টেকনাফ ও উখিয়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে সহায়তা করা হবে।

| কার্য সম্পাদনের চলমান অবস্থা | পার্টনারের সংখ্যা: ১০৭<br>সরকারী পার্টনার: সিভিল সার্জন,<br>স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ডিজিএইচএস সমন্বয় সেল |
|---|---|

সরকারী সুযোগ-সুবিধায় সহায়তার মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা শক্তিশালীকরণ স্বাস্থ্য সেক্টর অঙ্গীকারাবদ্ধ। ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে জেলা হাসপাতাল ও দুটি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের নিচে উল্লিখিত পরিমাপের মাধ্যমে কয়েকটি স্বাস্থ্য সেক্টর-পার্টনার উক্ত সহায়তা বাস্তবায়ন করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। জনবলসহ ভৌত কাঠামো, যন্ত্রপাতি, ল্যাবরেটরি, পানি ও স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসেবা, বর্জ্য-ব্যবস্থাপনা এবং সংক্রামক প্রতিরোধ ও মোকাবেলার সংকটসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। বর্তমানে জেলা হাসপাতালে বিনিয়োগের জন্য স্বাস্থ্য সেক্টর ও ১১ টি স্বাস্থ্য বাস্তবায়নকারী ও দাতারা ২০১৮ সালের মার্চে সমন্বয় ও সহযোগিতা এবং অভিন্ন লক্ষ্য নির্ধারণের জন্য দুটি গোল টেবিল বৈঠকে মিলিত হয়েছে। উক্ত সমন্বয় পদ্ধতির সহযোগিতার মাধ্যমে এলাকায় কাজের পুনরাবৃত্তি ও দ্বৈততা বর্জন চিহ্নিত করা হয়েছে। দুটি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ক্ষেত্রেও একই অনুশীলন প্রযোজ্য হবে।

কক্সবাজার মেডিকেল কলেজের ফিল্ড ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ল্যাবরেটরি ও রোগ নির্ণয় কার্যক্রম শক্তিশালী করা হবে।

ইতোমধ্যে ক্যাম্পে নতুন ফিল্ড হাসপাতাল ও আবাসিক-রোগী সুবিধা সংস্থাপনের ফলে সরকারী সুযোগ-সুবিধার উপ চাপ প্রশমিত হয়েছে।

রাতারাতি সুবিধাসমূহ যোগানোর অনুমতির জন্য তদবির ও পরামর্শ স্বাস্থ্য সেক্টরে অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচিত হয়েছে, একই সাথে রেফারেল পরিচালনা পদ্ধতির মান নির্ধারণ(SOP) রেফারেলের পথ মসৃন হয়েছে। এতে সরকারী সেবায় অপ্রয়োজনীয় রেফারেল হ্রাস পেয়েছে।

স্থানীয় জনগোষ্ঠির মধ্যে রোগ ও রোগের প্রদুর্ভাব মোকাবেলায় সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সংক্রামক ব্যাধির তত্ত্বাবধান শক্তিশালীকরণে এমওএইচএফপি ও আইইডিসিআর-এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেক্টর কাজ করছে।

সরকারী সুযোগ-সুবিধাসহ ক্যাম্পের নিকটস্থ সকল স্বাস্থ্য সেবা-সুবিধায় পানির মান পরীক্ষা এবং সংক্রামক প্রতিরোধ নিয়ন্ত্রণেও স্বাস্থ্য সেক্টর কাজ করছে। দূষিত পানির উৎসে কাজ করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

১৩৫,০০০ জন স্থানীয় জনগণকে কলেরা ভেকসিন দেওয়ার জন্য পরবর্তী রাউন্ড টিকা গ্রহণের প্রচারণা ( ৬-১৩ মে) পরিচালিত হবে।

**<u>প্রধান চ্যালেঞ্জ ও বাধাসমূহ:</u>**

রোহিঙ্গা আগমনের ফলে বিদ্যমান স্বাস্থসেবায় অতিরিক্তি ভার যুক্ত হওয়া কার্যকরী সেবাব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠির উপর হুমকি দেখা দিয়েছে। যদিও সেক্টরটি স্থানীয় জনগোষ্ঠির নেতিবাচক প্রভাব চিহ্নিত করতে প্রচেষ্টা নিয়েছে, তা করতে সক্ষমতা নির্ভর করছে সম্পদের, জেআরপিতে অন্তর্ভুক্ত তহবিলসহ এবং তা মেটাবার সামর্থ্যের উপর। অতিরিক্তি হুমকি হলো - বৃষ্টি এবং বন্যা , যার কারনে লোকজনের স্বত:স্ফূর্ত চলাফেরা এবং নিরাপদ আশ্রয়স্থলের জন্য প্রতিযোগিতা।

বিকাল ৫টার পর স্বাস্থ সেবার/সুযোগের অভাব একটা নিত্য ঝুঁকি ।